পর্ব-তিন

চার্ট ৩৯-৫৯

প্রশিক্ষণ ফ্লিপ চার্ট

গ্রাম আদালত

Training Flip Chart on Village Court

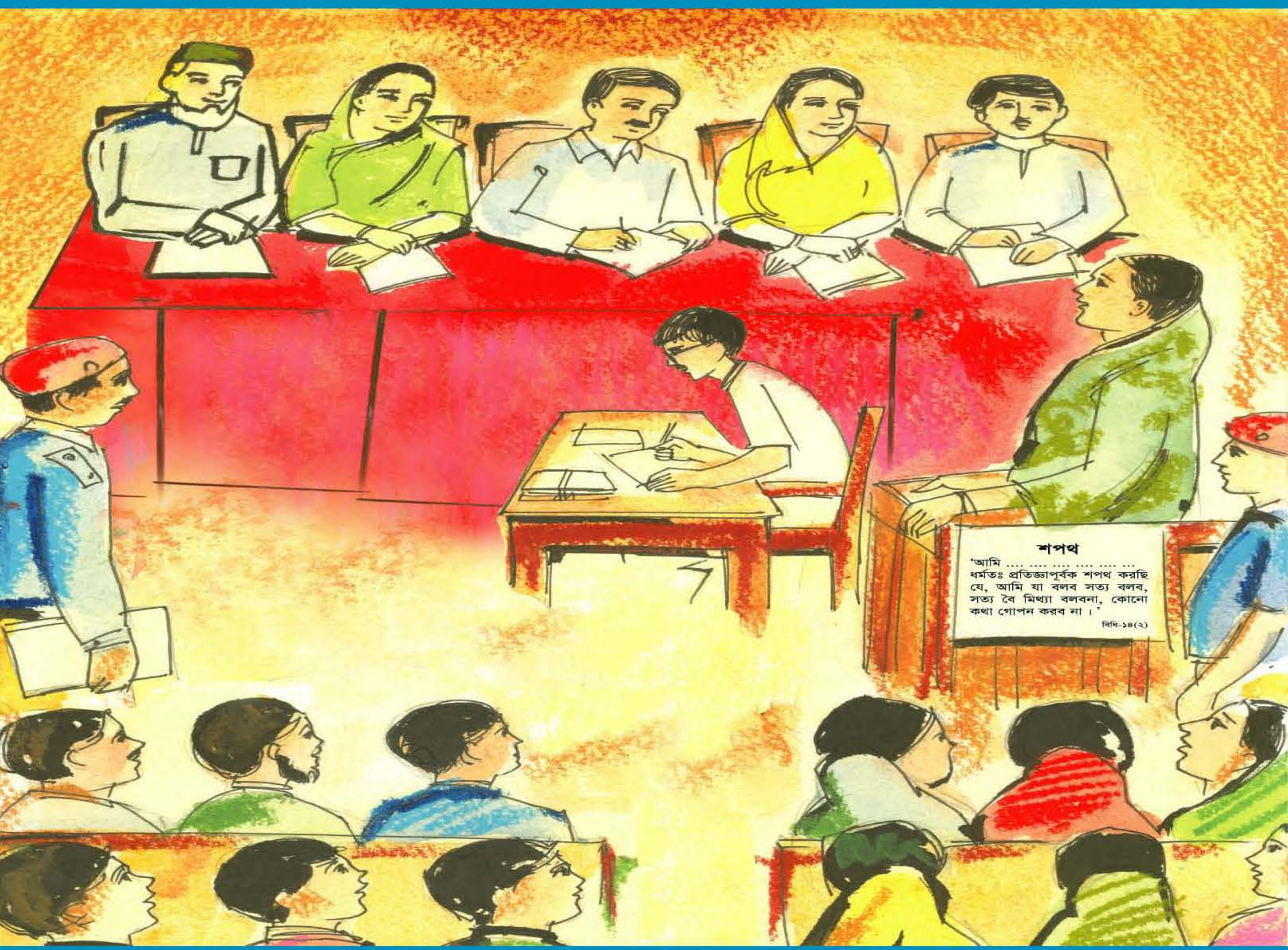

EUROPEAN UNION

UNDP Bangladesh

অ্যাকটিভেটিং ভিলেজ কোর্টস ইন বাংলাদেশ প্রকল্প

স্থানীয় সরকার বিভাগ

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মামলা রেজিস্ট্রারভুক্তকরণ

যখন কোনো আবেদনপত্র গৃহীত হয়, তার বিবরণ গ্রাম আদালত বিধিমালা, ১৯৭৬-এর বিধি ৭ (১) মতে ১ নম্বর ফরমের রেজিস্ট্রার বইতে লিপিবদ্ধ করে রেজিস্ট্রার বই অনুযায়ী মামলাটির নম্বর, সন আবেদনপত্রের উপর লিখতে হবে।

EUROPEAN UNION
UNDP Bangladesh
অ্যাকটিভেটিং ভিলেজ কোর্টস ইন বাংলাদেশ প্রকল্প

গ্রাম আদালত গঠন ও প্রতিনিধি মনোনয়ন

প্রতিবাদীর উপর সমন জারী করার পর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান পক্ষদ্বয়কে ৭ (সাত) দিনের মধ্যে ২ জন (১ জন ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য এবং ১ জন স্থানীয় ব্যক্তি) করে সদস্য মনোনয়নের জন্য বলবেন এবং এইরূপে মনোনীত ৪ জন সদস্য ও ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানকে নিয়ে গ্রাম আদালত গঠিত হয়।

গ্রাম আদালত গঠন

১ জন চেয়ারম্যান ও ৪ (চার) জন সদস্য নিয়ে গ্রাম আদালত গঠিত হয়।

ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান

বাদী পক্ষের ২ জন সদস্য

১ জন ইউপি মেম্বার এবং ১ জন স্থানীয় ব্যক্তি

প্রতিবাদী পক্ষের ২ জন সদস্য

১ জন ইউপি মেম্বার এবং ১ জন স্থানীয় ব্যক্তি

প্রতিবাদীর আপত্তি দাখিল ও শুনানী

প্রতিবাদীর আপত্তি দাখিল ও পক্ষগণের সাক্ষ্য দাখিল

বিধি-১৩

গ্রাম আদালত গঠিত হওয়ার পর গ্রাম আদালতের চেয়ারম্যান প্রতিবাদীকে তিন দিনের মধ্যে আবেদনের বিরুদ্ধে তার লিখিত আপত্তি দাখিলের জন্য নির্দেশ দিবেন এবং গ্রাম আদালতের অধিবেশনের তারিখ, সময় ও স্থান নির্ধারণ করবেন। পক্ষগণকে তাদের নিজ নিজ মামলার সমর্থনে প্রয়োজনীয় সাক্ষ্য দাখিলের জন্য নির্দেশ দিবেন।

শুনানী মুলতুবি রাখা যায় কিনা?

বিধি ১৪। (১)

সাধারণতঃ গ্রাম আদালত নির্ধারিত দিনে মামলার শুনানী করবেন। পর্যাপ্ত কারণ থাকলে শুনানী মুলতুবি করা যাবে। তবে কোন ক্রমে ৭ দিনের বেশি শুনানী মুলতুবি রাখা যাবে না।

ঘোষণা বা শপথ গ্রহণপূর্বক সাক্ষ্য প্রদান

বিধি ১৪। (২) ও হলফনামা আইন, ১৮৭৩ ধারা-১০

গ্রাম আদালতের চেয়ারম্যান সাক্ষীকে সশ্রদ্ধচিত্তে ধর্মতঃ দৃঢ়ভাবে ঘোষণা বা শপথ গ্রহণপূর্বক বিবৃতি প্রদান করতে নির্দেশ দিবেন এবং এর সারমর্ম লিপিবদ্ধ করবেন।

শপথের নমুনা

'আমি .... ধর্মতঃ প্রতিজ্ঞাপূর্বক শপথ করছি যে, আমি যা বলব সত্য বলব, সত্য বৈ মিথ্যা বলবনা, কোনো কথা গোপন করব না'

EUROPEAN UNION
UNDP Bangladesh
অ্যাকটিভেটিং ভিলেজ কোর্টস ইন বাংলাদেশ প্রকল্প

গ্রাম আদালতের বিচার প্রক্রিয়া

বিরোধের পক্ষ কর্তৃক আবেদনপত্র দাখিল ও ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান কর্তৃক যাচাই করা

আবেদনপত্র গৃহীত হলে তার বিবরণ মামলার রেজিস্ট্রারে লেখা; আবেদনপত্রের উপর মামলার নম্বর ও সন লেখা, আবেদনপত্র নাকচ হলে লিখিত আদেশসহ আবেদনকারীকে ফেরত প্রদান

গ্রাম আদালতের সকল ফরম ও রেজিস্ট্রার যথাযথভাবে পূরণ ও সংরক্ষণ করা

নির্ধারিত তারিখে প্রতিবাদীকে ইউনিয়ন পরিষদে হাজির হবার জন্য সমন; প্রতিবাদী আবেদনকারীর দাবি মেনে নিলে গ্রাম আদালত গঠিত হবে না

উভয় পক্ষকে ৭ দিনের মধ্যে ২ জন করে সদস্য (একজন ইউপি সদস্য ও একজন স্থানীয় ব্যক্তি) মনোনয়নের নির্দেশ প্রদান করা

পক্ষদ্বয়ের মনোনীত ৪ (চার) জন্য সদস্য ও একজন চেয়ারম্যানসহ (ইউপি চেয়ারম্যান), গ্রাম আদালত গঠন ও প্রতিবাদী পক্ষকে ৩ দিনের মধ্যে লিখিত আপত্তি দাখিল করার নির্দেশ দেয়া

শুনানীর দিন পক্ষদ্বয়কে আদালতে সাক্ষীসহ উপস্থিতির নির্দেশ; গ্রাম আদালতে আইনজীবী নিয়োগ করা যাবে না

শুনানীর দিন পক্ষদ্বয়ের বক্তব্য ও সাক্ষ্য গ্রহণ এবং তার সারমর্ম লেখা । বিবাদের বিষয়ে প্রয়োজনে স্থানীয়ভাবে তদন্ত করা

সদস্যদের ভোটের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও আদালতের চেয়ারম্যান কর্তৃক প্রকাশ্য আদালতে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা

সিদ্ধান্ত আপিলযোগ্য না হলে নির্ধারিত তারিখের মধ্যে তা বাস্তবায়ন করা

EUROPEAN UNION
UNDP Bangladesh

অ্যাকটিভেটিং ভিলেজ কোর্টস ইন বাংলাদেশ প্রকল্প

গ্রাম আদালতের সিদ্ধান্ত গ্রহণের কৌশলসমূহ

- আবেদন ভালো করে পড়া
- ঘটনা সম্পর্কে ভালোভাবে জানা
- বিরোধীয় বিষয় বা অপরাধের মাত্রা, ধারা এবং দাবি বা ক্ষতিপূরণের পরিমান পর্যালোচনা করা
- সাক্ষীদের বক্তব্য ভালো করে শোনা ও বিবৃতির সারমর্ম লেখা
- পুরো বিষয়টি একত্রে পর্যালোচনা করা
- সদস্যদের সাথে পুরো বিষয়টি আলোচনা করা
- সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য অন্যের মতামতকে প্রাধান্য দেওয়া
- সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে সামাজিক ন্যায্যতা ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার বিষয়টি গুরুত্ব দেওয়া
- সিদ্ধান্ত বিধি মোতাবেক ৪ নং ফরমে লিপিবদ্ধ করা

EUROPEAN UNION
UNDP Bangladesh
অ্যাকটিভেটিং ভিলেজ কোর্টস ইন বাংলাদেশ প্রকল্প

গ্রাম আদালতে আপীল, জরিমানা, পুনর্বিচার

কখন এবং কোথায় গ্রাম আদালতের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপীল করা যাবে

গ্রাম আদালতের সিদ্ধান্ত তিন-দুই (৩ঃ২) সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে গৃহীত হলে, সংক্ষুব্ধ পক্ষ উক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট (সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট) বা এখতিয়ারসম্পন্ন সহকারী জজ আদালতে আপীল করতে পারবেন। আপীলের ক্ষেত্রে উল্লিখিত আদালতের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। উচ্চতর কোনো আদালতে আর আপীল করা যাবে না।

গ্রাম আদালত কোন কোন ক্ষেত্রে জরিমানা করতে পারে?

- গ্রাম আদালত ইহার অবমাননার অপরাধের ক্ষেত্রে ৫০০ টাকা জরিমানা করতে পারে।
- সমন অমান্য করলে গ্রাম আদালত ৫০০ টাকা জরিমানা করতে পারে।

গ্রাম আদালতে সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার বিধান

গ্রাম আদালতের সিদ্ধান্ত তিন-দুই (৩ঃ২) সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে গৃহীত হওয়ার ফলে আপীলের ক্ষেত্রে প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট (সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট) আদালত বা সহকারী জজ আদালত গ্রাম আদালতের সিদ্ধান্ত বাতিল বা পরিবর্তন করতে পারবে অথবা পুনর্বিবেচনার জন্য মামলাটি গ্রাম আদালতের নিকট ফেরত পাঠাতে পারবে।

পুনর্বিবেচনার জন্য মামলা গ্রাম আদালতের নিকট ফেরত পাঠালে

আপীলের ক্ষেত্রে প্রথম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেট আদালত বা সহকারী জজ আদালত পুনর্বিবেচনার জন্য মামলা গ্রাম আদালতের নিকট ফেরত পাঠালে আদালত পুনরায় মামলাটি নূতন মামলা হিসেবে রেজিস্ট্রারভুক্ত করে পক্ষদ্বয়কে শুনানীর জন্য নোটিশ প্রদান করবে ও শুনানী শেষে সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করে মামলা নিষ্পত্তি করবে।

গ্রাম আদালতের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া

১. গ্রাম আদালত কোনো ব্যক্তিকে ক্ষতিপূরণ প্রদান বা সম্পত্তি বা সম্পত্তির দখল প্রত্যর্পণ করার জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে, উক্ত বিষয়ে নির্ধারিত পদ্ধতিতে আদেশ প্রদান করবে এবং তা ১ নম্বর ফরমের রেজিস্ট্রারে লিপিবদ্ধ করবে ।

২. গ্রাম আদালতের উপস্থিতিতে তার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দাবি মেটানো বাবদ কোনো অর্থ প্রদান করা হলে অথবা কোনো সম্পত্তি অর্পণ করা হলে গ্রাম আদালত ক্ষেত্রমতো উক্ত অর্থ প্রদান বা সম্পত্তি অর্পণ সংক্রান্ত তথ্য ৫নং ফরমের রেজিস্ট্রারে লিপিবদ্ধ করবে ।

৩. যে ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য গ্রাম আদালত কর্তৃক আদেশ প্রদান করা হয় এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উক্ত অর্থ প্রদান করা না হয়, সে ক্ষেত্রে চেয়ারম্যান তা ইউনিয়ন পরিষদের বকেয়া কর আদায়ের পদ্ধতিতে Public Demands Recovery Act, 1913 (Act No. III of 1930)-এর অধীন আদায় করে ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষকে প্রদান করবে ।

৪. স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯ এর ধারা ৬৮ এর (৩) ও (৪) উপধারামতে ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য বা কর্মকর্তা উক্ত ক্ষতিপূরণের অর্থ আদায় করতে পারবে ।

৫. যে ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ প্রদান না করে অন্য কোনো প্রকারে দাবি মেটানো সম্ভব, সে ক্ষেত্রে উক্ত সিদ্ধান্ত কার্যকর করার জন্য বিষয়টি এখতিয়ারসম্পন্ন সহকারী জজ আদালতে উপস্থাপন করতে হবে এবং অনুরূপ আদালত এই সিদ্ধান্ত কার্যকর করার জন্য এরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে যেন ঐ আদালত কর্তৃকই উক্ত সিদ্ধান্ত প্রদান করা হয়েছে ।

৬. গ্রাম আদালত উপযুক্ত মনে করলে তৎকর্তৃক নির্ধারিত কিস্তিতে ক্ষতিপূরণের অর্থ প্রদানের নির্দেশ দিতে পারবে ।

গ্রাম আদালতে ডকুমেন্টেশনের প্রয়োজনীয়তা

- মামলার প্রক্রিয়া, অগ্রগতি ও বিভিন্ন ধাপ সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য;
- মামলার আদেশ, জরিমানা, ক্ষতিপূরণ, সিদ্ধান্ত ও অন্যান্য তথ্য সংরক্ষণ করার জন্য;
- গ্রাম আদালতের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও তদারকি নিশ্চিত করার জন্য;
- আপিলের ক্ষেত্রে উর্ধ্বতন আদালতকে মামলার তথ্য প্রদান করার জন্য;
- দায়িত্ব পালনকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের আইনি সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য;
- গ্রাম আদালতের বিষয়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নিকট ষাণ্মাসিক প্রতিবেদন প্রেরণ করার জন্য;
- ভবিষ্যতে মামলা সম্পর্কে তথ্য প্রদান করার জন্য;
- মামলা ব্যবস্থাপনা শক্তিশালী করা ও স্থানীয় বিচার ব্যবস্থাকে প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি প্রদান করার জন্য;
- সঠিক ডকুমেন্টেশন-এর অভাবে সৃষ্ট জটিলতা পরিহার করার জন্য;
- ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করার জন্য ।

গ্রাম আদালতে ব্যবহৃত ফরম ও ফরম্যাটসমূহ

বিধি নির্দেশিত ফরমসমূহ

১. মামলার রেজিস্ট্রার
বিধি ৭ দ্রষ্টব্য

২. প্রতিবাদীর প্রতি সমন
বিধি ৯ (১) দ্রষ্টব্য

৩. সাক্ষীর প্রতি সমন
বিধি ৯ (২) দ্রষ্টব্য

৪. ডিক্রি বা আদেশের ফরম
বিধি ২০ দ্রষ্টব্য

৫. ডিক্রি এবং আদেশের রেজিস্ট্রার
বিধি ২১ দ্রষ্টব্য

৬. ফিস বা জরিমানার রসিদ
বিধি ২৫ (১) দ্রষ্টব্য

৭. ফিস বা জরিমানার রেজিস্ট্রার
বিধি ২৫ (২) দ্রষ্টব্য

৮. অর্থ-আদায়
বিধি ২৯ দ্রষ্টব্য

৯. জরিমানা আদায়
বিধি ৩০ দ্রষ্টব্য

১০. গ্রাম-আদালতের ষান্মাসিক রিটার্ন
বিধি ৩১ দ্রষ্টব্য

১১. ফৌজদারী আদালতে মামলা হস্তান্তর
বিধি ৩২ দ্রষ্টব্য

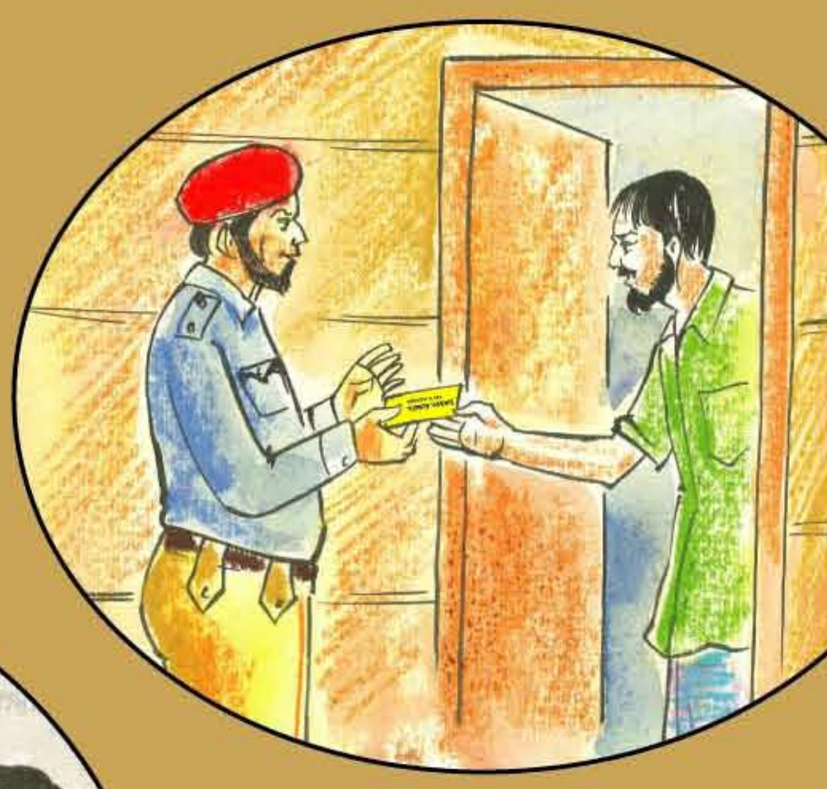

EUROPEAN UNION
UNDP Bangladesh
অ্যাকটিভেটিং ভিলেজ কোর্টস ইন বাংলাদেশ প্রকল্প

গ্রাম আদালতে ব্যবহৃত অন্যান্য ফরম ও ফরম্যাট

- সদস্য মনোনয়নের নির্দেশনামা
- মামলার আবেদন
- আদেশনামা
- সদস্য মনোনয়ন ফরম
- সদস্য উপস্থিতির অনুরোধপত্র
- মামলার হাজিরা
- ডাক রেজিস্ট্রার
- অভিযোগ গ্রহণ এবং নিষ্পত্তির প্রতিবেদন
- মামলার স্লিপ
- আপসনামা
- বিরোধ নিষ্পত্তির বিবরণী
- মীমাংসিত বিরোধের আর্থিক ফলাফলভিত্তিক প্রতিবেদন
- গ্রাম আদালতের ক্ষতিপূরণের অর্থ লেনদেন রেজিস্ট্রার

আদেশনামা

নমুনা আদেশ বিবরণী

‘আবেদন গ্রহণ’ ‘সমন জারি’ ও ‘আবেদন নাকচ’ সংক্রান্ত নমুনা আদেশ

আবেদন গ্রহণ এবং প্রতিবাদীর প্রতি সমন জারি

বাদী আকলিমা বেগম প্রতিবাদী কোরবান আলীর গবাদি পশু দ্বারা তাঁর ফসলের ক্ষতির জন্য ৩৫০০ টাকা ক্ষতিপূরণ দাবি করে একটি আবেদনপত্র দাখিল করেছেন। আবেদনপত্রটি পর্যালোচনা করে দেখা যায় এতে উল্লিখিত বিরোধীয় বিষয়টি গ্রাম আদালত আইন, ২০০৬-এর এখতিয়ারভুক্ত এবং ঘটনাস্থল এ ইউনিয়নের আওতাভুক্ত এবং আবেদনের সাথে ফিস প্রদানের রশিদ সংযুক্ত করা হয়েছে বিধায় গ্রাম আদালত গঠনের লক্ষ্যে আবেদনটি গ্রহণ করা হলো। আবেদনের বিবরণ ১ নম্বর ফরমের মামলার রেজিস্ট্রারে লিপিবদ্ধ করা হোক। মামলার আগামী তারিখ ... ... ধার্য করা হলো। উক্ত তারিখে প্রতিবাদী/ প্রতিবাদীগণকে এ ইউনিয়ন পরিষদে হাজির হবার জন্য সমন প্রদান করা হোক এবং আবেদনকারী/ আবেদনকারীগণকেও হাজির হবার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হলো।

অথবা

আবেদন বাতিল

বাদী আকলিমা বেগম প্রতিবাদী কোরবান আলী কর্তৃক তাঁদের পারিবারিক ব্যবসায়ের ১,৫০,০০০ টাকা ক্ষতি ও মারপিট করে জখম করার জন্য মোট ২,০০,০০০ টাকা ক্ষতিপূরণ চেয়ে একটি আবেদনপত্র দাখিল করেছেন। পর্যালোচনা করে দেখা যায় আবেদনে বর্ণিত ঘটনাস্থল অর্থাৎ বাদীর দোকানঘর এ ইউনিয়নের আওতাভুক্ত নয় এবং আবেদনে বর্ণিত ক্ষতির পরিমাণ ১,৫০,০০০ টাকা যা গ্রাম আদালত আইন ২০০৬-এর এখতিয়ারভুক্ত নয় বিধায় আবেদনটি নাকচ করা হলো। এই আদেশসহ আবেদনপত্র বাদীকে ফেরত প্রদান করা হোক।

EUROPEAN UNION
UNDP Bangladesh
অ্যাকটিভেটিং ভিলেজ কোর্টস ইন বাংলাদেশ প্রকল্প

আদেশনামা

নমুনা আদেশ বিবরণী

‘প্রতিনিধি মনোনয়নের নির্দেশ’ ‘আদালত গঠন’ ও ‘শুনানীর দিন নির্ধারণ’ সংক্রান্ত নমুনা আদেশ

আবেদনকারী ও প্রতিবাদী হাজির হলে

প্রতিবাদীর প্রতি যথাযথভাবে সমন জারি হয়েছে। বাদী ও প্রতিবাদী হাজির আছেন। প্রতিবাদী ও আবেদনকারীকে ০৭ দিনের মধ্যে অর্থাৎ ... ... তারিখের মধ্যে নিজ নিজ সদস্য (১ জন স্থানীয় ব্যক্তি ও ১ জন ইউপি সদস্য) মনোনয়ন করে তাঁদের নাম লিখিতভাবে এ ইউনিয়ন পরিষদে পেশ করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হলো। পক্ষদ্বয়কে সদস্য মনোনয়নের বিষয়টি বুঝিয়ে দেওয়া হোক। আগামী তারিখ ... ...।

অথবা

প্রতিবাদী হাজির না হলে (যথাযথভাবে সমন জারি হয়েছে)

প্রতিবাদীর উপর যথারীতি সমন জারি হয়েছে। প্রতিবাদী ও আবেদনকারীকে ০৭ দিনের মধ্যে অর্থাৎ ... ... তারিখের মধ্যে নিজ নিজ প্রতিনিধি মনোনয়ন করে তাঁদের নাম এ ইউনিয়ন পরিষদে পেশ করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হলো। আবেদনকারীকে সদস্য মনোনয়নের বিষয়টি বুঝিয়ে দেওয়া হোক। আগামী তারিখ ... ...।

গ্রাম আদালত গঠন ও প্রতিবাদীকে আপত্তি দাখিল করার নির্দেশ

আবেদনকারী ও প্রতিবাদী তাঁদের সদস্য হিসেবে এ ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য ও স্থানীয় ব্যক্তিদের মনোনীত করে তাঁদের নাম পেশ/দাখিল করেছেন বিধায় এ আবেদনে বর্ণিত বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য উভয় পক্ষের ৪ জন সদস্য ও এ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানকে নিয়ে গ্রাম আদালত গঠন করা হলো। সদস্যদের নাম ১ নম্বর ফরমের মামলার রেজিস্ট্রারে লিপিবদ্ধ করা হোক। নথি গ্রাম আদালতের চেয়ারম্যান বরাবর প্রেরণ করা হোক।

শুনানীর দিন নির্ধারণ

দেখলাম। বিচার নিষ্পত্তির জন্য অদ্য নথি পাওয়া গেল। প্রতিবাদীকে আগামী ৩ দিন অর্থাৎ ... ... তারিখের মধ্যে লিখিত আপত্তি দাখিল করতে বলা হোক। শুনানীর জন্য আগামী তারিখ ... ...। ধার্য তারিখ বেলা ১১টায় আদালতের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবে। ধার্য তারিখে যথাসময়ে পক্ষগণকে স্ব স্ব মামলার পক্ষে প্রয়োজনীয় সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করার জন্য সমন প্রদান করা হোক। এ মামলায় মনোনীত প্রতিনিধিদেরকে মামলার বিচার কাজে অংশ নেওয়ার জন্য অবহিত করা হোক।

EUROPEAN UNION
UNDP Bangladesh
অ্যাকটিভেটিং ভিলেজ কোর্টস ইন বাংলাদেশ প্রকল্প

আদেশনামা

নমুনা আদেশ বিবরণী

‘গ্রাম আদালতের শুনানী’ সংক্রান্ত নমুনা আদেশ

বাদীর দাবি প্রমাণিত হলে

দেখলাম। প্রতিবাদী লিখিত আপত্তি দাখিল করে তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। মামলার আবেদনকারী ও তাঁর সাক্ষীর এবং প্রতিবাদী পক্ষ ও তাঁর সাক্ষীর শপথ গ্রহণপূর্বক জবানবন্দি গ্রহণ করা হলো। জবানবন্দির সারাংশ আলাদা আলাদা কাগজে লিপিবদ্ধ করা হলো। উভয় পক্ষের সাক্ষ্য, নথি, মামলার প্রেক্ষাপট পর্যালোচনায় প্রতিবাদীর বিরুদ্ধে আনীত আবেদনকারীর অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে এবং বাদী ও প্রতিবাদীর সামাজিক সহাবস্থান, সম্প্রীতি ও পুনর্মিলনের বিষয়সমূহ বিবেচনা করে আদালতের সদস্যদের সাথে পরামর্শক্রমে ৫ ঃ ০ ভোটে দুতরফাসূত্রে প্রতিবাদী কর্তৃক বাদীকে ২০০০ টাকা ক্ষতিপূরণ প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। সিদ্ধান্ত ১ নম্বর ফরমের মামলার রেজিস্ট্রারে লিপিবদ্ধ করা হোক। প্রতিবাদী আদালতের সিদ্ধান্ত মেনে নিয়েছে এবং বাদী ও বিবাদীর মধ্যে সম্পর্ক পুনঃস্থাপিত ও উভয়ের পুনর্মিলন হয়েছে। প্রতিবাদী তাঁর গবাদি পশুর যথাযথ তদারকি না করায় এই বিরোধ সৃষ্টি হয়েছে এবং প্রতিবাদী তাঁর ভুল বুঝতে পেরেছেন ও দোষ স্বীকার করেছেন এবং ভবিষ্যতে গবাদি পশু যথাযথ তদারকির প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছেন।

প্রতিবাদীকে ক্ষতিপূরণ বাবদ ২০০০ টাকা ১৫ দিনের মধ্যে ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে আবেদনকারীকে প্রদান করার জন্য বলা হোক। ৪নং ফরমে ডিক্রি প্রস্তুতক্রমে নথিটি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের নিকট প্রেরণ করা হোক।

বিচারকমণ্ডলী	সিদ্ধান্তের প্রতি–	
	সম্মতি প্রদানকারীদের স্বাক্ষর	আপত্তিকারীদের স্বাক্ষর
গ্রাম আদালতের চেয়ারম্যান		
আবেদনকারীর প্রতিনিধি, মেম্বার		
আবেদনকারীর প্রতিনিধি, স্থানীয় ব্যক্তি		
প্রতিবাদীর প্রতিনিধি, মেম্বার		
প্রতিবাদীর প্রতিনিধি, স্থানীয় ব্যক্তি		

EUROPEAN UNION
UNDP Bangladesh
অ্যাকটিভেটিং ভিলেজ কোর্টস ইন বাংলাদেশ প্রকল্প

আদেশনামা

নমুনা আদেশ বিবরণী

‘গ্রাম আদালতের শুনানী’ সংক্রান্ত নমুনা আদেশ

অথবা

বাদীর দাবি প্রমাণিত না হলে/ খারিজ হলে

মামলার আবেদনকারী ও তাঁর সাক্ষীর এবং প্রতিবাদী পক্ষ ও তাঁর সাক্ষীর শপথ গ্রহণপূর্বক জবানবন্দির সারাংশ আলাদা আলাদা কাগজে লিপিবদ্ধ করা হলো। উভয়ের সাক্ষ্য বিবেচনা, নথি পর্যালোচনা, মামলার স্থানীয় প্রেক্ষাপট বিবেচনা ও প্রতিনিধিদের মতামতের ভিত্তিতে প্রতিবাদীর বিরুদ্ধে আনীত আবেদনকারীর অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় ৫ঃ০ ভোটের সংখ্যাগরিষ্ঠতায় আবেদনকারীর মোকদ্দমাটি দুতরফা সূত্রে খারিজ করা হলো। ৪নং ফরমে ডিক্রি প্রস্তুত শেষে নথিটি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের নিকট প্রেরণ করা হোক।

বিচারকমণ্ডলী	সিদ্ধান্তের প্রতি–	
	সম্মতি প্রদানকারীদের স্বাক্ষর	আপত্তিকারীদের স্বাক্ষর
গ্রাম আদালতের চেয়ারম্যান		
আবেদনকারীর প্রতিনিধি, মেম্বার		
আবেদনকারীর প্রতিনিধি, স্থানীয় ব্যক্তি		
প্রতিবাদীর প্রতিনিধি, মেম্বার		
প্রতিবাদীর প্রতিনিধি, স্থানীয় ব্যক্তি		

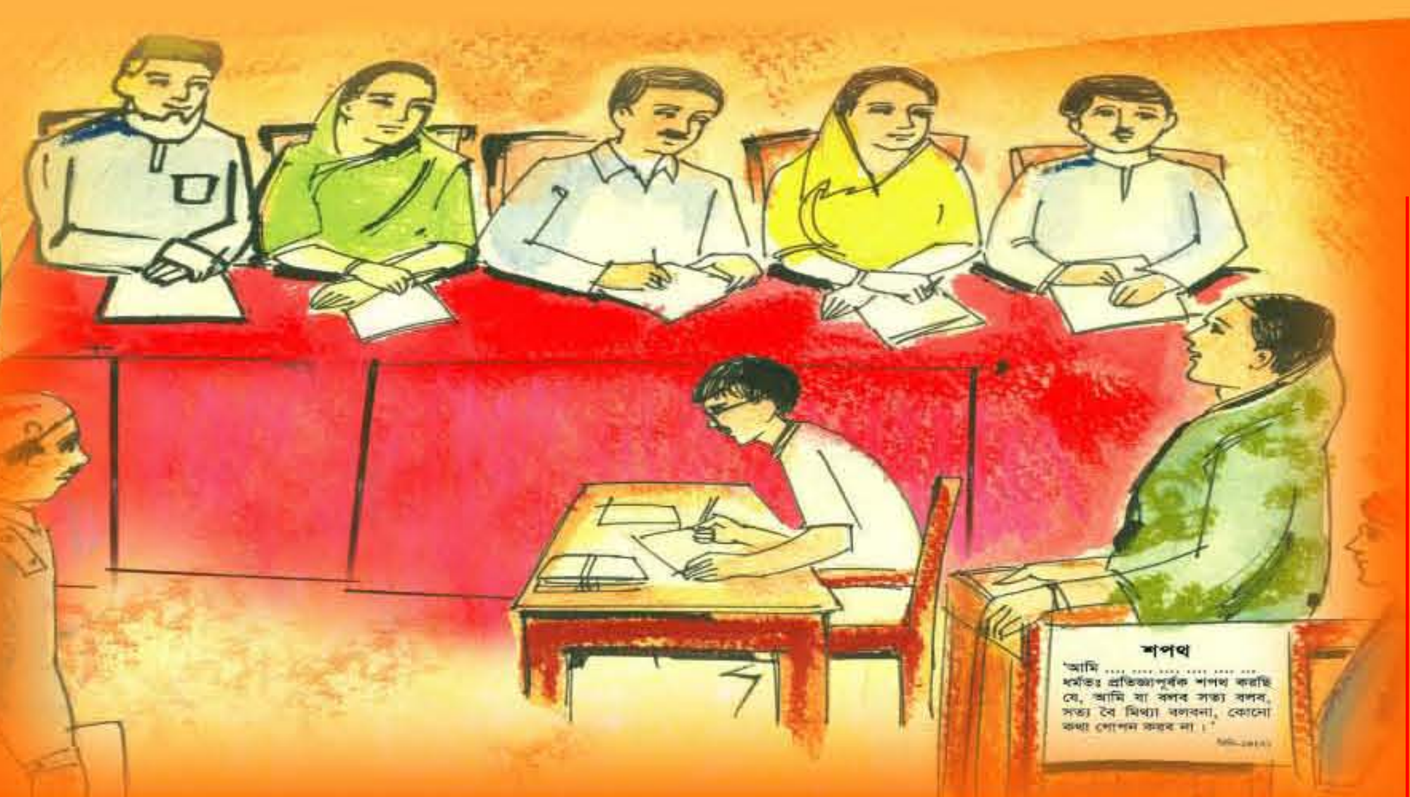

EUROPEAN UNION
UNDP Bangladesh
অ্যাকটিভেটিং ভিলেজ কোর্টস ইন বাংলাদেশ প্রকল্প

আদেশনামা

নমুনা আদেশ বিবরণী

'ডিক্রি' সংক্রান্ত নমুনা আদেশ

প্রতিবাদীর অনুপস্থিতিতে একতরফা ডিক্রি

মামলার আবেদনকারী ও তাঁর পক্ষের সাক্ষীর শপথ গ্রহণপূর্বক জবানবন্দি গ্রহণ করা হলো। জবানবন্দির সারাংশ আলাদা আলাদা কাগজে লেখা হলো। সাক্ষ্য বিবেচনান্তে এবং সদস্যদের মতামতের ভিত্তিতে প্রতিবাদীর বিরুদ্ধে আনীত আবেদনকারীর অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে বিধায় একতরফাসূত্রে ৩ঃ০/৫ঃ০ ভোটে প্রতিবাদীকে ক্ষতিপূরণ বাবদ ধার্যকৃত ২০০০ টাকা প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। ৩০ দিনের মধ্যে প্রতিবাদী আবেদনকারীর বরাবর এ ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে ক্ষতিপূরণের অর্থ পরিশোধ করে দেবেন। ৪ নম্বর ফরমে ডিক্রি প্রস্তুত ও স্বাক্ষর শেষে নথিটি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের নিকট প্রেরণ করা হোক।

বিচারকমণ্ডলী	সিদ্ধান্তের প্রতি–	
	সম্মতি প্রদানকারীদের স্বাক্ষর	আপত্তিকারীদের স্বাক্ষর
গ্রাম আদালতের চেয়ারম্যান		
আবেদনকারীর প্রতিনিধি, মেম্বার		
আবেদনকারীর প্রতিনিধি, স্থানীয় ব্যক্তি		

ডিক্রি প্রস্তুত

অদ্য গ্রাম আদালতের সিদ্ধান্ত মোতাবেক ৪ নম্বর ফরমে ডিক্রি প্রস্তুত করে গ্রাম আদালতের চেয়ারম্যানের স্বাক্ষর ও সিলমোহর দেওয়া হলো। ডিক্রি ৫ নম্বর ফরমের রেজিস্ট্রারে লিপিবদ্ধ করা হোক। নথি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের নিকট সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য প্রেরণ করা হোক।

EUROPEAN UNION
UNDP Bangladesh
অ্যাকটিভেটিং ভিলেজ কোর্টস ইন বাংলাদেশ প্রকল্প

সালিশির আইনগত ভিত্তি

সালিশির (বিকল্প পদ্ধতিতে বিরোধ নিষ্পত্তি) আইনগত ভিত্তি

গ্রাম আদালত আইন, ২০০৬-এর ৩ (২) (খ) ধারায় বলা হয়েছে– কোনো মামলা গ্রাম আদালত কর্তৃক বিচার্য হবে না, যদি বিবাদের পক্ষগণের মধ্যে সম্পাদিত কোনো চুক্তিতে সালিশের বা বিরোধ নিষ্পত্তির বিধান থাকে। ১৯৭৬ সালের গ্রাম আদালত বিধিমালার বিধি ৩৩-এ গ্রাম আদালত গঠনের পূর্বে বিরোধ নিষ্পত্তির বিধান রয়েছে।

ফৌজদারী কার্যবিধির ৩৪৫ (১) ধারায় কিছু কিছু বিরোধ আপস করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে এবং ৩৪৫ (২) ধারায় আদালতে বিচারাধীন কিছু বিরোধ আদালতের অনুমতি সাপেক্ষে আপস করার কথা বলা হয়েছে।

পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ ১৯৮৫-এর ১০ (৩) ধারাতে বলা হয়েছে বিচারপূর্ব শুনানীতে আদালত পক্ষসমূহের বিরোধীয় বিচার্য বিষয় নিরূপণ করবে এবং সম্ভব হলে পক্ষগণের মধ্যে আপস বা মীমাংসার প্রচেষ্টা চালাবে।

বিকল্প পদ্ধতিতে বিরোধ নিষ্পত্তি (দেওয়ানী মামলা)

The Code of Civil Procedure (Amendment) Act 2003 ও 2006 -এর মাধ্যমে Code of Civil Procedure, ১৯০৮-এ ধারা 89A, 89B ও 89C সন্নিবেশের মাধ্যমে সংশোধন করা হয়েছে। বর্ণিত আইন দ্বারা Code of Civil Procedure, ১৯০৮-এ বিকল্প পদ্ধতিতে বিরোধ নিষ্পত্তি সম্পর্কিত বিধান প্রবর্তন করা হয়েছে।

সালিশির ধাপসমূহ

১ বিরোধীয় বিষয়টি গ্রহণ ও উদ্বুদ্ধকরণ

- আবেদনকারীর বক্তব্য শ্রবণ
- আবেদন গ্রহণ

২ বৈঠকের পূর্বে করণীয়

- সালিশকারীদের সাথে যোগাযোগ
- বিরোধের প্রতিপক্ষের সাথে যোগাযোগ
- সালিশি বৈঠকের স্থান, তারিখ ও সময় নির্ধারণ
- সালিশি বৈঠকের স্থান, তারিখ ও সময় জানানো

৩ সালিশি বৈঠকে প্রাথমিক করণীয়: সভাপতি নির্বাচন

- সভাপতির স্বাগত বক্তব্য
- সালিশি বৈঠকে খোলামেলা আলোচনা
- আবেদনকারী, প্রতিপক্ষ এবং সাক্ষীদের বক্তব্য শোনা
- ব্যাখ্যা চাওয়া

৪ সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও সম্ভাব্য সমাধান

- মূল সমস্যা চিহ্নিতকরণ
- সমস্যা সমাধানের উপায় খুঁজে বের করা
- দু'পক্ষের চাওয়া-পাওয়ার মধ্যে ব্যবধান বিস্তর হলে জুরিবোর্ড গঠন
- সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার দরকষাকষি
- প্রস্তাবিত সিদ্ধান্ত নিয়ে পক্ষদ্বয়ের সাথে আলোচনা

৫ মীমাংসায় পৌঁছানো ও চুক্তি লিখন

- সভাপতি কর্তৃক সিদ্ধান্ত ঘোষণা
- সিদ্ধান্তসমূহ লিখিতকরণ
- সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ
- ফলোআপ করা

সালিশি পরিষদ ও এর গঠন

সালিশি পরিষদ কী?

সালিশি পরিষদ মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ, ১৯৬১ মোতাবেক ইউনিয়ন পরিষদের আওতায় গঠিত একটি আইনানুগ পরিষদ। সালিশি পরিষদের আওতায় তালাক, বহুবিবাহ ও খোরপোশ সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তি হয়।

সালিশি পরিষদ কীভাবে গঠিত হয়?

ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান অথবা তাঁর অনুপস্থিতিতে সালিশি পরিষদের দায়িত্বপ্রাপ্ত সভাপতি এবং বিবদমান পক্ষসমূহের প্রত্যেক পক্ষের একজন করে প্রতিনিধিসহ মোট ৩ জনকে নিয়ে সালিশি পরিষদ গঠিত হয়।

EUROPEAN UNION
UNDP Bangladesh
অ্যাকটিভেটিং ভিলেজ কোর্টস ইন বাংলাদেশ প্রকল্প

সিবিও কী, কেন এবং এর উদ্দেশ্য

সিবিও কী ও কেন?

সিবিও হলো সমাজে বসবাসরত মানুষের মধ্যে সমমনা কতিপয় মানুষের সংগঠন যেখানে একই উদ্দেশ্য, একই কার্য সম্পাদনের জন্য তারা নিজেদের সংগঠিত করে ঐক্যবদ্ধভাবে সামাজিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে, যা তাদের নিজেদের দ্বারা গঠিত ও পরিচালিত ।

সিবিও'র উদ্দেশ্য

- স্থানীয় সমমনা ব্যক্তিদের ঐক্যবদ্ধ করা
- সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় সমষ্টিগত উদ্যোগ গ্রহণ ও তা কাজে লাগানো
- সমাজবদ্ধ ব্যক্তিবর্গের মধ্যে সামাজিক সমস্যা নিরসনে ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস সৃষ্টি করা
- সমাজবদ্ধ ব্যক্তিবর্গের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ ও নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা
- গ্রাম আদালতের মাধ্যমে স্থানীয় বিরোধ নিষ্পত্তিতে সমষ্টিগত মেধা ও অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগানো
- বিরোধ নিষ্পত্তিতে গ্রাম আদালতকে আরো কার্যকর ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে সমষ্টিগত প্রয়াস সৃষ্টি করা
- গ্রাম আদালত, আইন প্রক্রিয়া, মানবাধিকার, জেন্ডার ও সামাজিক ন্যায়বিচার ইত্যাদি সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধিতে উদ্বুদ্ধ করা

EUROPEAN UNION
UNDP Bangladesh
অ্যাকটিভেটিং ভিলেজ কোর্টস ইন বাংলাদেশ প্রকল্প

সিবিও কার্যক্রম, দায়িত্ব ও করণীয়

সিবিও কার্যক্রম

উপরিউক্ত উদ্দেশ্যাবলির আলোকে সিবিওসমূহ নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম পরিচালনা করবে–

- স্থানীয় সামাজিক সমস্যাসমূহ, বিশেষ করে গ্রাম আদালতের এখতিয়ারভুক্ত বিরোধসমূহ চিহ্নিত করে গ্রাম আদালতের মাধ্যমে তা সমাধানের চেষ্টা করবে ।
- গ্রাম আদালতের মাধ্যমে স্থানীয়ভাবে বিরোধ নিষ্পত্তির পদক্ষেপ হিসেবে বিরোধসমূহ লিখিত আকারে যথাযথভাবে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বরাবর প্রেরণের উদ্যোগ নেবে ।
- গ্রাম আদালত প্রক্রিয়া ও আইন সম্পর্কে সমাজভিত্তিক সংগঠনের মানুষকে সচেতন করতে ভূমিকা রাখবে ।
- নারী, শিশু, অনগ্রসর ও ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীকে আইন, অধিকার ও সামাজিক ন্যায়বিচার সম্পর্কে সচেতন ও তাদের বিচার প্রাপ্তির সুযোগ সৃষ্টির জন্য সম্ভাব্য সকল সহযোগিতা প্রদান করবে ।

সিবিও সদস্যদের দায়িত্ব ও করণীয়

- স্থানীয় বিচার ব্যবস্থা তথা গ্রাম আদালতের গুরুত্ব সম্পর্কে জানা
- গ্রাম আদালতের কার্যক্রমে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করা
- গ্রাম আদালত পরিচালনা পদ্ধতি সম্পর্কে দক্ষতা অর্জন
- স্থানীয়ভাবে গ্রাম আদালত সম্পর্কে আলোচনা
- স্থানীয় জনগণকে গ্রাম আদালত সম্পর্কে ব্যাপকভাবে জানানো, যাতে তারা গ্রাম আদালতের বিচারিক সুবিধা গ্রহণ করতে পারে
- গ্রাম আদালত পরিচালনার সময় সততা, দক্ষতা ও স্বচ্ছতা বজায় রাখা
- গ্রাম আদালতকে শক্তিশালী করতে মতামত ও সুপারিশ প্রদান করা
- ইউনিয়ন পরিষদের আইন-শৃঙ্খলা কমিটিতে প্রতিনিধি প্রেরণ
- গ্রাম আদালত কার্যক্রম স্থানীয়ভাবে তদারকি ও মূল্যায়ন করার জন্য আলোচনা করা

গ্রাম আদালত কার্যকর করতে ইউপি চেয়ারম্যান, মেম্বার ও সচিবের দায়িত্ব এবং করণীয়

স্থানীয় বিচার ব্যবস্থা তথা গ্রাম আদালতের গুরুত্ব সম্পর্কে জানা

গ্রাম আদালত আইন ও বিধি সম্পর্কে জানা

গ্রাম আদালত পরিচালনার ওপর দক্ষতা অর্জন

গ্রাম আদালত সংশ্লিষ্ট ফরম ও রেজিস্ট্রারসমূহ ব্যবহার ও সংরক্ষণ

বিচারিক মূল্যবোধসমূহ মেনে চলা

জনগণকে গ্রাম আদালত সম্পর্কে সচেতন ও সম্পৃক্ত করা

নিয়মিত গ্রাম আদালত পরিচালনা করা

গ্রাম আদালতকে ন্যায়বিচার ও সামাজিক ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠার একটি আদর্শ স্থান হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা

গ্রাম আদালতকে শক্তিশালী করতে মতামত ও সুপারিশ প্রেরণ করা

ইউপি-এর আইন-শৃঙ্খলা কমিটিতে গ্রাম আদালতের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা

উপজেলা আইন-শৃঙ্খলা কমিটিতে গ্রাম আদালতের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা

ছয় মাস অন্তর উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নিকট গ্রাম আদালতের প্রতিবেদন প্রেরণ করা